আমেদাবাদে রহস্য মৃত্যু নাবালকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে কাজের সন্ধানে আমেদাবাদে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় বছর সতেরোর এক নাবালকের। বছর দুয়েক আগে কাজে সন্ধানে আমেদাবাদে গিয়ে সোনার কাজ করছিল ভাস্কর রানা। তবে বৃহস্পতিবার নিজের ঘর থেকে উদ্ধার হয় ভাস্করের ঝুলন্ত দেহ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আত্মহত্যা নয়, খুন করা হয়েছে ভাস্করকে। শনিবার সেই দেহ পশ্চিম মেদিনীপুর পৌঁছাতেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গোটা চাঁইপাট গ্রামে। তাই অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তায় দেহ রেখে পথ অবরোধ শুরু করেন। এমনকী ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক বচসা শুরু হয়। পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। এমনকী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০ জনকে আটক করে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় গোটা গ্রামজুড়ে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

পটাশপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ প্রতিবেশী গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকে গত প্রায় দেড় মাস ধরে আত্মগোপন করে ছিল অভিযুক্ত। শুক্রবার পটাশপুর থানার পুলিশ রাতে শুভজিৎ দাস নামের এই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত শুভজিৎ বাড়ি পটাশপুর থানার হরিডাঙ্গর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় গৃহবধূর বাড়ি ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে শুভজিৎ। এরপর গৃহবধূ আত্মচিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে গৃহবধূ পটাশপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামলে অভিযুক্ত যুবক গা ঢাকা দেয়। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই বাড়ি থেকে ধৃতকে গ্রেফতার করে। পটাশপুর থানার ওসি ইমরান মোল্লা বলেন, অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ধৃতকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানা কোলসর বাসস্ট্যান্ডের কাছে শনিবার সকালে নন্দকুমারগামী একটি বাসের সঙ্গে তমলুকগামী একটি বাসের মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় কেউ মারা না গেলেও আহত হন উভয় বাসের সাতজন যাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যান। এই ঘটনার জেরে ঘন্টাখানেক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক। পরে নন্দকুমার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাসকে আটক করেছে পুলিশ।

পাঁশকুড়ায় ১৬৪তম হুল দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন হুলবিদ্রোহ শুরু হয়। আর সেই থেকেই এই দিনটি সিধু-কানুর জন্ম উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে আদিবাসী সমাজের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। এরমধ্যে সিধু-কানুর লড়াই স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বড় অবদান বলাই যেতে পারে। তাঁদের এই বীরত্বের ইতিহাসকে সম্মান জানাতে ৩০ জুন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হল হুল দিবস। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রত্যেক বছর প্রতিটি জেলায় দিনটি পালন করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় রবীন্দ্র নজরুল ভবনে শনিবার অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিকাশ বিভাগ ও জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হল এই হুল দিবস। এদিন প্রথমে বীর শহিদদের মালা দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। এরপর আদিবাসী ও অন্যান্য লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে সারাদিন ধরে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রশ্মি কমল, পুলিশ সুপার ভি সোলেমন নেশাকুমার, পাঁশকুড়া পৌরসভার পৌরসভার পৌরপিতা নন্দকুমার মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা জানা হাজরা, বিধায়ক ফিরোজা বিবি, সহ সভাপতি সুজিত রায় সহ বিশিষ্টরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাড়াও তৎকালীন ভারতের ইতিহাস সিপাহী বিদ্রোহ ও সিধু-কানহুর ভূমিকা নিয়েও চলে আলোচনা। শনিবার ১৬৪তম জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে রামনগর থানার উত্তর বাধিয়া গ্রাম থেকে আরম্ভ হয়ে মীরগোদাগঞ্জ বাজার পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা হয়। সিধুর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। পাশাপাশি সাঁওতাল নাচেরও আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকার কয়েক'শ আদিবাসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা সামিল হন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ ফাঁকা রাস্তায় একা পেয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে পুলিশের জালে বিবাহিত যুবক। নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করা হয় পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।পরে তাকে তমলুক আদালতে তোলা হলে বিচারক নাবালিকার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবক সাগর দোলুইয়ের ১৪ দিনের জলে হেফাজতের নির্দেশ দেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার চাউলাকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা নির্যাতিতা নাবালিকা। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়ির কিছু সামগ্রী কিনে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল নাবালিকা। সেই সময় রাস্তায় সাগর দোলুই নামের এই অভিযুক্ত যুবকের সাথে দেখা হয় নাবালিকার। অভিযোগ সাগর দোলুই নানা প্রলোভন দেখিয়ে কিছুটা দূরে রাধাবন গ্রামের খিরাই নদীর পাড়ে একটি ঝোপে নিয়ে যায় নাবালিকাকে। আরও অভিযোগ, সেখানে এই নাবালিকাকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা করে সাগর। এই যুবককে বাধা দিতে গেলে নাবালিকার সারা শরীর কামড়ে ক্ষত করে দেয় অভিযুক্ত। বাধ্য হয়ে সাগরের হাত থেকে বাঁচতে চিৎকার শুরু করে নাবালিকা। এই চিৎকার শুনে সেই সময় সেই পথ দিয়ে যাওয়া পথচারীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কয়েক জনকে ঘটনাস্থলের দিকে আসতে দেখে অভিযুক্ত সাগর পালিয়ে যায়। পথচারীরাই ওই নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেন। এরপর থেকেই পালিয়ে যায় সাগর। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকার সারা শরীর জুড়ে সাগরের কামড়ের চিহ্ন আছে। শুক্রবার নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে সাগর দলুইকে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পরিবহন মন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য, ক্ষতির মুখে ব্লাডব্যাঙ্কের গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিকাকে তোয়াক্কা না করে আবারও বাসের ছাদ ওভারলোড করার অভিযোগ উঠল। এমনকী বাসের মাথা থেকে একটি বস্তা, ব্লাডব্যাঙ্কের গাড়ির উপরও পড়ে। যার জেরে গাড়িটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, ভেঙে যায় গাড়ির কাঁচ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে ঘটে দুর্ঘটনাটি।

শুক্রবার মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাসের ছাদে প্যাসেঞ্জার এবং মালপত্র তোলা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শনিবার ডেবরার বালিচক নবারুণ সংঘ ক্লাবের রক্তদান শিবির ছিল। বিকেলে সেই রক্ত নিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসের ছাদ থেকে মালপত্র ভর্তি বস্তা ব্লাড ব্যাঙ্কের গাড়ির ওপর পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, শুক্রবারই মেদিনীপুরে এসে পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যেখানে ছাদে মালপত্র ও প্যাসেঞ্জার না নেওয়ার কড়া বার্তা দিয়েছেন। সেখানে এই নির্দেশ কীভাবে অমান্য করছে বাস মালিকরা।

অনাথ আশ্রমে জন্মদিন পালন অভিনেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাজলা ঃ নিজের এবারের জন্মদিন একটু অন্যরকমভাবে কাটালেন তানিয়া। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উঠতি নায়িকা তানিয়া গাঙ্গুলী। জী বাংলা ও স্টার জলসার একাধিক সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন এই নায়িকা। শুক্রবার ছিল তাঁর জন্মদিন। তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি কাজলা জনকল্যাণ সমিতির অনাথ আশ্রম তপোবনে এসে এখানকার আবাসিকদের সাথে সময় কাটান তিনি। এখানকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে গল্প গুজব করেন। তাদের হাতে চকলেট ও বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। জানিয়েছেন, আগামী দিনে সময় পেলে ফের এই বাচ্চাদের সাথে এসে সময় কাটাবেন তিনি। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী এদের উন্নতিতে সাহায্য করবেন। বাংলা সিনেমা জগতের এই উদীয়মান শিল্পীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কাজলা জন কল্যাণ সমিতির সম্পাদক স্বপন পন্ডা। তিনি বলেন, তানিয়া দেবীদের মত মানুষদের সাহায্য-সহানুভূতির জেরেই সব হারানো এই ছেলে-মেয়েরা ভালোভাবে বেড়ে ওঠার সাহস পায়। আর তাঁদের কাজলা জন কল্যাণ সমিতির মত সমাজসেবী সংগঠনগুলিও এই কাজে উৎসাহ পায়।

গোপনে উদ্যাম নৃত্য, ধৃত ৭ মহিলা ৯ পুরুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেশপ্রাণ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের দক্ষিণ আমতলিয়া গ্রামে গোপনে উলঙ্গ উদ্যাম নৃত্যের আসর বসানোর খবর পেয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশের বিক্ষোভের মুখে পড়ার ঘটনায় মোট ১৬জনকে গ্রেফতার করল কাঁথি থানার পুলিশ। এর মধ্যে ৭জন মহিলা ও ৯জন পুরুষ। ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক ধৃত মহিলাদের জামিনে মুক্তি দিলেও যুবকদের জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, দক্ষিণ আমতলিয়া গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় মাঝে মধ্যেই রাতে কিছু মদ্যপ যুবক এই ধরনের উলঙ্গ উদ্যাম নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বৃহস্পতিবার রাতেও এধরনে আসর বসায় ওই যুবকরা। স্থানীয়দের থেকে খবর আসে দক্ষিণ আমতলিয়াতে এই নোংরা নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। খবর পেয়েই কাঁথি থানার আই সি সুনয়ন বাসু ও পুলিশ অফিসার প্রবীর সাহার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে নির্দেশ দিতেই আয়োজক মদ্যপ যুবকরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তারা কোনওভাবে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে রাজি না হওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে কাঁথি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ৭জন যুবতী ও ৫জন যুবককে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফের অভিযান চালিয়ে আরও চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হল হাওড়ার কাঞ্চন সিং, আশিস মাজি, তমলুকের কৌশিক বর্মণ, সজল মিস্ত্রি, চণ্ডীপুরের রঞ্জিত মাইতি এবং আয়োজক কমিটির কাঁথির আমতলিয়ার তপন পাল, খোকন কামিলা, বিশ্বজিৎ মাইতি, চন্দ্রবেড়িয়ার ভরত মণ্ডল। এছাড়াও নগ্ন নৃত্য দেখাতে আসা ৭ যুবতী পাঁশকুড়ার বীথি দাস, এগরার পায়েল দাস, তমলুকের বুলটি বর্মন, হাওড়ার সঞ্চিতা মিস্ত্রি, ঝাড়গ্রামের রিঙ্কি জানা, জয়ন্তী দাস ও পারমিতা দাশকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে মহাসমারোহে হুল, পাহাড়পুজোয় উদাসীনতা

সবং-এ হুল দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র।

সমীর মাহাত, ঝাড়গ্রাম ঃ একই দিনে নির্ধারিত হয়েছে আদি জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুজো ও ঐতিহাসিক হুল দিবসের নির্ঘন্ট। দোটানায় পড়ে জঙ্গল মহল। একাংশের মতে, হুল দিবস পালন থাকায় এবারে অনেকেই পাহাড়পুজোয় সামিল হতে পারেননি। বহু প্রাচীনকাল থেকে জঙ্গল মহলের আদি জনজাতিরা পাহাড়পুজোয় (সাঁওতালিতে বুরুবঁগা) শামিল হন। প্রতিবছর বাংলা আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার এই পুজো হয়। এবারে এই একই দিনে চলছে ঐতিহাসিক হুল দিবস উদ্‌যাপন। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন পাহাড়ে এদিন পুজো হলেও উল্লেখযোগ্য হল চাকুলিয়ার কানাইশোল পাহাড়পুজো। এ রাজ্যের ঝাড়গ্রামের শিলদা থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব ৯ কিমি। চাকুলিয়ার রেল স্টেশনে নেমে সহজেই পাহাড়ে যাওয়া যায়। দুই রাজ্যের যোগাযোগ মাধ্যম ভাল থাকায় এই পাহাড়পুজোয় প্রচুর জন সমাগম হয়। এবারেও ভিড় ছিল মারাত্মক। আদি জনজাতিদের সাঁওতাল, কুড়মি, ভুমিজ, মুণ্ডা সহ প্রায় সবাই এই পুজোয় শামিল থাকে। পুজো উপলক্ষ্যে বড়সড় মেলা বসে এখানে। আদি জনজাতিদের নাচ-গান চলে সারাদিন। আদি জনজাতিরা অধিকাংশই প্রকৃতির পুজারি। এরমধ্যে গাছ বৃক্ষ, পাহাড়, মাটিও রয়েছে। এই পাহাড়পুজো তার মধ্যে অন্যতম। এ বারে বাদসাধে হুল দিবসের নির্ঘন্ট একই দিনে পড়ায়। যে কারণে অনেকেই দোটানায় পড়েন। রাজ্য সরকারের পক্ষে এদিন আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ থেকে বিভিন্ন জেলায় হুল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলার কেচন্দা স্কুল ময়দানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা, সাঁকরাইল (ঝাড়গ্রাম)-এ উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মন্ত্রী সৌমেনকুমার মহাপাত্র ও সভাপতি সময় মান্ডি সরকারের সূচি তালিকায় স্থান নেই গোপীবল্লভপুর বিধায়ক চূড়ামণি মাহাত ও শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতর নাম। পাশাপাশি এদিন, বিজেপির পক্ষ থেকেও ঝাড়গ্রামে হুল দিবস পালন করা হয়। সোস্যাল মিডিয়ার আদিবাসীদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, ৩০ জুন ঐতিহাসিক হুল মাহা অর্থাৎ হুল দিবস পালন শুধু আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? ইংরেজরা তো দেশের শত্রু ছিল, সবার শত্রু। তাদের সঙ্গে লড়াই করে হাজার হাজার সাঁওতাল আত্মবলিদান দিয়েছেন। ভারতবর্ষ যদি সাম্যের দেশ হয়, তবে অ-আদিবাসিদের মধ্যে কেন হুল দিবস পালন হয় না।

কাঁথিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার তিন দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতীকে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের সাফল্যে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার আধিবাসীরা। কাঁথি থানা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে কাঁথি শহরে বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা করেছে দুষ্কৃতীরা। সেই পরিকল্পনা সফল করতে দুষ্কৃতী দলের কয়েকজন সদস্য কাঁথি শহরে শিশুউদ্যানের কাছে জড়ো হয়েছিল। এর পরেই অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ে যায় শিবশঙ্কর জানা, ভোলানাথ মাল ও রাজীব মাল নামের তিনজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। এদের বাড়ি দেশপ্রাণ ব্লকের দক্ষিণ আমতলিয়া এলাকায়। কাঁথি থানার আই সি সুনয়ন বাসু বলেন, ধৃত তিনজনের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত শাবল, লোহার রড, চেন ও ভজালির উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও এদের থেকে একটা দেশী পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, শনিবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোল হলে বিচারক তার জামিন নাক্চ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলির বিভিন্ন অংশে পালিত হল হুল উৎসব। এই উৎসব ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনই এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, বিধায়ক মানস মজুমদার, চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, সমাজসেবী প্রবীর রায়, হুল অনুষ্ঠানের সভাপতি গঙ্গারাম মাণ্ডি, সহসভাপতি বিশ্বজিৎ টুডু প্রমুখ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে গণধোলাই রুখতে পুলিশের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ছেলেধরা সন্দেহের জেরে গণধোলাই রুখতে এবার উদ্যোগী হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। গত কয়েকমাস ধরে অচেনা ব্যক্তিকে দেখলেই শুরু হয় ছেলেধরা সন্দেহে মার। কখনও গাছে বেঁধে, কখনও তালাবন্দি করে আবার কখনও বা রাস্তায় আটকে চলত বেধড়ক মার। পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়ার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনবোধ করত না স্থানীয়রা। পুলিশের এহেন উদ্যোগে বেশ খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানা এলাকায় হ্যান্ডবিল বিলি করে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মাওয়া, বসন্তপুর, বুড়ামালা সহ বেশ কিছু অঞ্চলে এদিন মাইকিং প্রচার, হ্যান্ডবিল বিলি করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

এমন গুজব থেকে দূরে থাকার জন্য সচেতনও করা হয়। সন্দেহ হলেই হ্যান্ডবিলের দেওয়া থানার ফোন নম্বর ও হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্যও অনুরোধ করা হয়।